নির্বাচন কমিশন বার্তা

www.ecs.gov.bd

৮ম বর্ষ | ২৯ তম সংখ্যা | জানুয়ারি - মার্চ ২০১৭

নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন-২০১৭

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করা হয়েছে। সাবেক সচিব জনাব কে এম নূরুল হুদাকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং সাবেক অতিরিক্ত সচিব জনাব মাহবুব তালুকদার, সাবেক সচিব জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, সাবেক জেলা ও দায়রা জজ বেগম কবিতা খানম ও ব্রিগেঃ জেনাঃ (অবঃ) শাহাদাত হোসেন চৌধুরী কে নির্বাচন কমিশনার হিসাবে নিয়োগ দান করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নূরুল হুদা

জনাব কে এম নূরুল হুদা ১৯৪৮ সালে ৩০ এপ্রিল পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার নওমালা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আব্দুর রশিদ খান এবং মাতা মেহেন নেগা খানম। তিনি ১৯৭২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যান বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি, ১৯৮৯ সালে ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় (যুক্তরাজ্য) থেকে অর্থনীতি এবং সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা এবং ১৯৭৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে উন্নত শিল্প ব্যবস্থাপনার উপর সার্টিফিকেট অর্জন করেন। জনাব হুদা ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। তিনি বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। জনাব নূরুল হুদা ২০০৬ সালে সচিব হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচীর অধীনে আন্তর্জাতিক পরিবেশ প্রযুক্তি কেন্দ্রের আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা পর্ষদের সদস্য (২০১২-২০১৫) পদেও তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। জনাব নূরুল হুদা ভারত থেকে গেরিলাযুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। জনাব হুদার নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী ০৮ ডিসেম্বর ১৯৭১ পটুয়াখালী জেলা সদর দখল করে সমগ্র জেলার মুক্তিযুদ্ধ কমান্ড গ্রহণ করেন। জনাব নূরুল হুদার স্ত্রী হোসনে আরা হুদা। তিনি দুই কন্যা ও এক ছেলের জনক। বড়মেয়ে যুক্তরাষ্ট্র এবং ছেলে ও ছোট মেয়ে কানাডায় বসবাস করেন। জনাব হুদা দলনেতা, প্রবন্ধ উপস্থাপক, মডারেটর, আলোচক হিসেবে দেশে-বিদেশে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বহু সংখ্যক সম্মেলন, সেমিনার, কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন। জনাব হুদা বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) এর জাতীয় কমিটির সদস্য। তাঁর একটি গবেষণামূলক বই Municipal Solid Waste Management; Bangladesh Perspective ২০০৮ সালে প্রকাশিত হয়। তাছাড়া বিভিন্ন ইংরেজি দৈনিকে তাঁর প্রায় ৮০টি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে।

মাননীয় নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার

জনাব মাহবুব তালুকদার ১৯৪২ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি নেত্রকোণা জেলার পূর্বধলা উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেছেন। মাহবুব তালুকদার ঢাকা জগন্নাথ কলেজ, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর স্থাপত্য বিভাগ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে শিক্ষকতা করেছেন। তিনি ১৯৭২ সালে উপসচিবের পদমর্যাদায় রাষ্ট্রপতির স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত হন। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর তাঁর সহকারি প্রেস সচিব (উপসচিব) এর দায়িত্ব পালন করেছেন। পরবর্তীকালে বিসিএস প্রশাসন সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত হন। তিনি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালকও ছিলেন। ১৯৯৮ সালে তিনি অতিরিক্ত সচিব হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালে জনাব মাহবুব মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন ও মুজিবনগর সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ে চাকুরিতে যোগ দেন। এসময় তিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। জনাব মাহবুব তালুকদার একজন বিশিষ্ট সৃজনশীল লেখক। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, স্মৃতিকথা, ভ্রমণকাহিনী মিলিয়ে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা চল্লিশ। তিনি ২০১২ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর স্ত্রীর নাম নীলুফার বেগম। এই দম্পতির দুই কন্যা ও এক পুত্র সন্তান রয়েছেন।

মাননীয় নির্বাচন কমিশনার মোঃ রফিকুল ইসলাম

জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম ১৯৫৫ সালের ০১ জানুয়ারি রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ি উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম তুফানি মন্ডল এবং মাতা মোছাঃ রহিমা বেগম। জনাব রফিকুল ইসলাম বুলগেরিয়া হতে অর্থনীতি বিষয়ে এবং যুক্তরাজ্য হতে আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ২০০৪ সনে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়াও তিনি যুক্তরাজ্য হতে Computing and Project Mangement বিষয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রি লাভ করেছেন। জনাব রফিকুল ইসলাম ১৯৮৪ সালে সহকারি সচিব হিসেবে সরকারি চাকুরিতে যোগদান করেন। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকুরি করেন। চাকুরি জীবনে তিনি নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রকল্প পরিচালক, যুগ্মসচিব ও অতিরিক্ত সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৩ সালে ৩১ ডিসেম্বর তিনি সচিব হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষক হিসেবে স্বীকৃত। নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁর ব্যপক অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক কর্মশালা ও সেমিনারে যোগদান করেন। ২০০৭ সালে নেপালের নির্বাচনি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে সহায়তা করেন এবং ২০০৯ সনে অস্ট্রেলিয়ান পার্লামেন্ট নির্বাচনে পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর স্ত্রীর নাম নাজমুন আরা বেগম। তিনি এক কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের জনক।

মাননীয় নির্বাচন কমিশনার বেগম কবিতা খানম

বেগম কবিতা খানম ১৯৫৭ সালের ৩০ জুন নওগাঁ সদর উপজেলার উকিল পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ সনে মুনসেফ হিসেবে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিসে যোগদান করেন। সর্বশেষ তিনি জেলা ও দায়রা জজ হিসেবে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস হতে অবসরে যান। চাকুরি জীবনে তিনি দেশের বিভিন্ন জেলায় সহকারি জজ, সিনিয়র সহকারি জজ, যুগ্ম ও দায়রা জজ, অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, জেলা ও দায়রা জজ হিসেবে ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনালে বিচারক, লেবার কোর্টের চেয়ারম্যান এবং সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- তানজানিয়াতে অনুষ্ঠিত 12th International Biennial Conference of the JAWJ & Global Leadership of Women এবং ভারতে অনুষ্ঠিত Interantional Assoiciation of Women Judges কর্তৃক আয়োজিত International Conference of the JAWS & Global Leadership of Women এ অংশগ্রহণ করেন।

তাঁর স্বামীর নাম মসিউর রহমান চৌধুরী। বেগম কবিতা খানম তিনি দুই সন্তানের জননী।

মাননীয় নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেঃ জেনাঃ (অবঃ) শাহাদাত হোসেন চৌধুরী

ব্রিগেঃ জেনাঃ (অবঃ) শাহাদাত হোসেন চৌধুরী- ১৯৫৯ সালে নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। জনাব শাহাদাত হোসেন চৌধুরী ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে সিগনাল কোরে কমিশন লাভ করেন। তিনি কমাণ্ড, স্টাফ, প্রশিক্ষকসহ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন। সেনাবাহিনীতে কর্মরত অবস্থায় তিনি লাইবেরিয়া ও সিয়েরা লিওনে জাতিসংঘ মিশনে অংশগ্রহণ করেন। জনাব শাহাদাত হোসেন বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স অব ডিফেন্স স্টাডিজ এবং মাস্টার্স অব ওয়ার স্টাডিজ ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ২০০৭-২০১০ ছবিসহ ভোটার তালিকা ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রণয়ন প্রকল্পে, জাতীয় প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০১০ সালে সামরিক বাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি আফগানিস্তান "ELECT Project"এ প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেশন এডভাইজার হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। ২০১১ সালের আফগানিস্তান সংসদীয় নির্বাচনে তিনি ভোটার তালিকা প্রণয়নসহ নির্বাচনের সকল কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত ছিলেন। ২০০৮ সালে নেপালে নির্বাচনে তিনি আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জনাব শাহাদাত হোসেন, মরহুম আলী ইমাম চৌধুরী এবং মরহুম ফেরদৌস আরা বেগমের পাঁচ সন্তানের মধ্যে দ্বিতীয়। তাঁর পিতা একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। ব্রিগেঃ জেনাঃ (অবঃ) শাহাদাত হোসেন চৌধুরী দুই সন্তানের জনক।

নতুন নির্বাচন কমিশনের ১ম দিন

নবগঠিত মাননীয় নির্বাচন কমিশন ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ মাননীয় প্রধান বিচারপতির নিকট শপথ গ্রহণের পর নির্বাচন কমিশনে যোগদান করেন। মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনারদের নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের পক্ষ হতে ফুল দিয়ে বরণ করা হয়। এরপর মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও মাননীয় নির্বাচন কমিশনারগণ তাদের স্ব-স্ব দপ্তরে যান। বিকেলে মাননীয় নির্বাচন কমিশন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সম্মেলন কক্ষে আনুষ্ঠানিক ভাবে কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। এসময় তারা সকল কর্মকর্তাদের সাথে পরিচিত হন। সভায় সচিব মহোদয় মাননীয় নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচন কমিশন, কমিশনের কার্যপ্রণালী, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ও এর দায়িত্ব, কমিশন সচিবালয়ের জনবল, মাঠপর্যায়ের জনবল, আসন্ন নির্বাচনসমূহ, ভোটার তালিকা, জাতীয় পরিচয়পত্রসহ যাবতীয় বিষয়ে একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন। বিকেলে নির্বাচন ভবনের প্লাজায় মাননীয় নির্বাচন কমিশন সাংবাদিকদের সাথে মিলিত হন।

নির্বাচন কমিশনের সাথে সচিবালয় কর্মকর্তাদের বৈঠক

জানুয়ারি-মার্চ ২০১৭ সময়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচনসমূহ

জাতীয় সংসদের শূন্য আসনের উপ-নির্বাচনঃ জানুয়ারি-মার্চ ২০১৭ সময়ে ১০ম জাতীয় সংসদের তিনটি শূন্য আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

১৬৩-টাঙ্গাইল-৪ঃ ৩১ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে টাঙ্গাইল-৪ শূন্য আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থী জনাব মোহাম্মদ হাছান ইমাম খান নির্বাচিত হন। আওয়ামীলীগ দলীয় সংসদ সদস্য জনাব আব্দুল লতিফ সিদ্দিকীর পদত্যাগের কারণে আসনটি শূন্য হয়।

২৯ গাইবান্ধা-১ঃ ২২ মার্চ ২০১৭ তারিখে জাতীয় সংসদের গাইবান্ধা-১ শূন্য আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থী জনাব গোলাম মোস্তফা আহম্মেদ বিজয়ী হন। গাইবান্ধা-১ আসনের সংসদ সদস্য জনাব মনজুরুল ইসলাম লিটন এর মৃত্যুতে আসনটি শূন্য হয়।

২২৫ সুনামগঞ্জ-২ঃ ৩০ মার্চ ২০১৭ তারিখে সুনামগঞ্জ-২ শূন্য আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থী জয়া সেন গুপ্তা নির্বাচিত হন। বর্ষীয়ান পার্লামেন্টারিয়ান জনাব সুরঞ্জিত সেন গুপ্তের মৃত্যুতে আসনটি শূন্য ঘোষণা করা হয়।

সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ঃ

কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনঃ- গত ৩০ মার্চ ২০১৭ তারিখে উৎসবমুখর পরিবেশে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের সাধারন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে মেয়র পদে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী জনাব মনিরুল হক সাক্কু বিজয়ী হন। নির্বাচনে ২৭টি ওয়ার্ডের ২৭জন সাধারণ কাউন্সিলর এবং ৯টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডে ০৯ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। এছাড়া গত ২৫ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ৭নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদে এবং ০১ মার্চ ২০১৭ তারিখে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের ২৩ নং ওয়ার্ডের সাধারণ কাউন্সিলর পদে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

পৌরসভা নির্বাচনঃ জানুয়ারি-মার্চ ২০১৭ সময়ে ৪টি পৌরসভার সাধারণ নির্বাচন এবং ৪টি পৌরসভার বিভিন্ন পদে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা পরিষদঃ নরসিংদী জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদে এবং নীলফামারী জেলা পরিষদের একটি সাধারণ ওয়ার্ডের উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা পরিষদ ঃ সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর, সিলেট জেলার ওসমানিনগর এবং খাগড়াছড়ি জেলার গুহিমারা উপজেলা পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ৮টি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদে, ৫টি উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান পদে দুটি উপজেলার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

ইউনিয়ন পরিষদঃ প্রায় একশ ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ ও বিভিন্ন পদে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন

কমিশন জাতির পিতার মাজারে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করছেন

বর্তমান নির্বাচন কমিশন যোগদানের পর ২য় দিনে জাতীয় স্মৃতি সৌধে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন। এছাড়া নির্বাচন কমিশন জাতির পিতার মাজার জিয়ারত করেন এবং জাতির পিতার মাজারে পুষ্পার্ঘ অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। নির্বাচন কমিশন একুশে ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এবং স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় স্মৃতি সৌধে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন।

কমিশন জাতীয় স্মৃতি সৌধে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করছেন

নির্বাচন কমিশন সভা

জানুয়ারি-মার্চ ২০১৭ সময়ে নির্বাচন কমিশনের ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মাননীয় নির্বাচন কমিশনারগণ, সচিব এবং ঊর্ধ্বতন ও সংশ্লিষ্ট কর্তকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

নির্বাচন কমিশন সভার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সমূহঃ

কমিশন সভা নং-০১/২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

সিদ্ধান্তঃ

- ২ মার্চ ২০১৭ ভোটগ্রহণের দিন নির্ধারিত করে ২২৫ সুনামগঞ্জ-২ নির্বাচনি এলাকার শূন্য আসনের নির্বাচনের সময়সূচি অনুমোদন করা হয়;
- ৩০মার্চ ভোট গ্রহণের দিন নির্ধারণ করে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০১৭ অনুষ্ঠানের জন্য সময়সূচি অনুমোদন করা হয়।

কমিশন সভা নং-০২/৩০ মার্চ ২০১৭

সিদ্ধান্তঃ

- পর্যবেক্ষক নীতিমালা পরিবর্তন ও পরিমার্জনের জন্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে প্রস্তাব বা সুপারিশসহ কার্যপত্র তৈরি করে মাননীয় কমিশনে উপস্থাপন করতে হবে।
- বর্তমানে নিবন্ধিত পর্যবেক্ষক সংস্থার নিবন্ধনের মেয়াদ আগামী ৩০জুন ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হলো। নিবন্ধিত পর্যবেক্ষক সংস্থার তালিকা হালনাগাদের লক্ষ্যে খুব দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।
- যে সকল সংস্থাকে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের অনুমতি দেয়া হয়, তারা গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ এর ৯১সি অনুচ্ছেদ অনুসরণ করছে কিনা তা নির্বাচন কমিশন হতে মনিটর করতে হবে।

নির্বাচন কমিশন ২০১২-২০১৭ বিদায়

প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী রকিবউদ্দীন আহমদ, নির্বাচন কমিশনার জনাব মোঃ আবদুল মোবারক, জনাব মোহাম্মদ আবু হাফিজ, ব্রিগে. জেনারেল (অবঃ) জাবেদ আলী এবং জনাব মোঃ শাহ নেওয়াজকে নির্বাচন কমিশনে তাদের মেয়াদ শেষ হওয়ায় ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ আনুষ্ঠানিক বিদায় জানানো হয়। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ এর সভাপতিত্বে নির্বাচন ভবনের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত বিদায়ী অনুষ্ঠানে বিদায়ী মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনারগণ স্মৃতিচারণ করেন। তাদেরকে নির্বাচন কমিশনের লোগো সম্বলিত ক্রেস্ট দিয়ে বিদায়ী সম্মাননা জানানো হয়।

বিদায়ী নির্বাচন কমিশন গত ৫ বছরে জাতীয় ও স্থানীয় সরকার পরিষদের সাধারণ ও উপ-নির্বাচনসহ মোট ৭৪০৭টি নির্বাচন সফলভাবে পরিচালনা করেছে। এর মধ্যে ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ছিল কমিশনের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এ কমিশনের অধীনে প্রথমবারের মত রাজনৈতিক দলীয় ভিত্তিতে বিভিন্ন স্থানীয় সরকার পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে বিভিন্ন মহল হতে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মডেল হিসাবে আখ্যা দেয়া হয়েছে।

বিদায়ী নির্বাচন কমিশন ২০১২ -২০১৭

নতুন ভবনে নির্বাচন কমিশন

স্বাধীনতার পর হতেই রাজধানীর শেরে বাংলা নগরের প্লানিং কমিশন চত্বরের দুটি ব্লকে ছিল নির্বাচন কমিশন। সময়ের সাথে সাথে নির্বাচন কমিশনের কাজের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পেয়েছে, বৃদ্ধি পেয়েছে জনবল, তাই ঐ ছোট পরিসরের দুটি ব্লকে আর স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। অনেক বছর ধরেই চেষ্টা করা হচ্ছিল নির্বাচন কমিশনের একটি নিজস্ব অফিস ভবনের। অনেক চড়াই-উৎরাই পার হয়ে অবশেষে ২০১১ সালে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবন তৈরির কাজ শুরু হয়। ২০১৬ সালের বিজয়ের মাসের শেষ দিন মহামান্য রাষ্ট্রপতি ভবনটির উদ্বোধন করেন। তখনো ভবনের আভ্যন্তরীণ কিছু কাজ বাকী ছিল। অবশেষে সকল স্মৃতি পেছনে ফেলে নির্বাচন কমিশন ২২ জানুয়ারি ২০১৭ তার নিজস্ব ভবনে যাত্রা শুরু করে। নতুন ভবনে কার্যক্রম শুরুর পূর্বে তৎকালীন মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী রকিবউদ্দীন আহমদ নির্বাচন কমিশন ভবন অঙ্গিনায় বৃক্ষরোপণ করেন। ERC প্রকল্পের অধীনে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৭ মেয়াদে ২১৩.০৩ কোটি টাকা ব্যয়ে দুটি বেইজমেন্ট ও ১২তলা বিশিষ্ট ইটিআই ভবন এবং দুটি বেইজমেন্ট ও ১১তলা বিশিষ্ট ২.৫৮ লক্ষ বর্গফুট আয়তনের নির্বাচন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। গত ১৪ নভেম্বর ২০১৬ তারিখ মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার কর্তৃক ১.২২ লক্ষ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ইটিআই ভবন উদ্বোধন করা হয়।

নতুন ভবনের আঙ্গিনায় বৃক্ষরোপণ করছেন সাবেক সিইসি কাজী রকিবউদ্দীন আহমদ

প্রশিক্ষণ

নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট আবাসিক প্রশিক্ষণ শুরুর মধ্যদিয়ে নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করেছে। নবনির্মিত প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে ১০০জন প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য আবাসনের সু-ব্যবস্থা রয়েছে। মহিলা প্রশিক্ষণার্থীদের জন্যও আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে। মাননীয় নির্বাচন কমিশন আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও নির্বাচনি-বিধি বিধান এবং Computer Basic & Advance course শীর্ষক দুই সপ্তাহ মেয়াদী আবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনের মধ্যদিয়ে নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের নতুন যুগের সূচনা হয়।

কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সদ্য পদোন্নতিপ্রাপ্ত ও নবনিয়োগপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি, দায়িত্বশীল, উদ্যমী, একুশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রশিক্ষিত এবং কর্মদক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে। আবাসিক প্রশিক্ষণের ফলে একদিকে কর্মকর্তাদের কর্মদক্ষতা ও সক্ষমতার উন্নয়ন ঘটছে একইসাথে নির্বাচন কর্মকর্তাদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এবং পারস্পারিক নেটওয়ার্ক তৈরি হচ্ছে।

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব ও অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে ২য় আবাসিক প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব কে এম নূরুল হুদা প্রধান অতিথি এবং মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব মাহবুব তালুকদার, মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, মাননীয় নির্বাচন কমিশনার বেগম কবিতা খানম এবং মাননীয় নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেঃ জেনাঃ (অবঃ) শাহাদাত হোসেন চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং সভাপতিত্ব করেন সম্মানিত সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্।

নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (ইটিআই) নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের নিজস্ব কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মান উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ বিভিন্ন নির্বাচনের ভোটগ্রহণ

আবাসিক প্রশিক্ষণের এক্সট্রা কারিকুলাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর অংশ হিসাবে শরীর চর্চা ও যোগ ব্যায়াম করানো হচ্ছে। অন্য দিকে প্রশিক্ষণের শেষ দিন সন্ধ্যায় করা হচ্ছে মেস নাইট, সম্পূর্ণ নিজস্ব পরিচালনা ও পারফর্মেন্স এর মাধ্যমে করা হচ্ছে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। এতে প্রশিক্ষণার্থীদের এক্সট্রা কারিকুলামের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের সুযোগ হচ্ছে। যা তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিচ্ছে।

এছাড়া নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনসটিটিউট বিভিন্ন নির্বাচনে নির্বাচনি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করছেন।

বিদায় অনুষ্ঠান

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব বেগম জেসমিন টুলি অবসর গ্রহণ করায় তাকে ২৩ জানুয়ারি ২০১৭ আনুষ্ঠানিক বিদায় সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়। অক্টোবর ২০১৬ তিনি অবসর গ্রহণ করেন। এছাড়া জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগেঃ জেনাঃ সুলতানুজ্জামান মোঃ সালেহ উদ্দিন বদলি হয়ে যাওয়ায় তাকেও আনুষ্ঠানিক বিদায় জানানো হয়।

সমন্বয় সভা

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের কার্যক্রমের সমন্বয় এবং অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য জানুয়ারি-মার্চ ২০১৭ সময়ে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর বর্তমান সচিব মহোদয় সমন্বয় সভার শুরু করেন।

সমন্বয় সভার সভাপতি সকলকে নিজ নিজ শাখা কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করেন এবং সেই সাথে কাজের মানের গুণগত পরিবর্তনের আহ্বান জানান। প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে শৈথিল্য প্রদর্শনের কোনরূপ সুযোগ নেই এবং এ বিষয়ে কারো কোনরূপ অবহেলা পাওয়া গেলে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার উপর সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন।

প্রকাশনা ও সম্পাদনা: এস এম আসাদুজ্জামান, পরিচালক (জনসংযোগ); ই-মেইল: asad.bec@gmail.com
নির্বাচন ভবন: প্লট ই, ১৪/জেড-এ, আগারগাঁও, ঢাকা ১২০৭, ফোন : ৫৫০০৭৫২০, ফ্যাক্স: ৫৫০০৭৫৬৬, web: www.ecs.gov.bd